বন্যা গান শুনিয়ে গেলেন

আশীষ বাবলু

এ প্রজন্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা গান গেয়ে গেলেন প্রতীতির আমন্ত্রনে। তিনি একে একে গাইলেন ত্রিশখানা গান। জন ক্লেনসি অডেটোরিয়ামে উপস্থিত গান পাগল মানুষদের গানের প্লাবনে ভরিয়ে দিলেন। প্রতীতির কাছথেকে আমরা পেলাম একটি পরিচ্ছন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান।

শুরুতে গাইলেন 'তব দয়া দিয়ে হবেগো মোর জীবন দিতে', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে'। কয়েক মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়লো কণ্ঠসম্পদের উজ্জল প্রভা। শান্তিনিকেতনে কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্রী রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা। কথায় আছে গান গুরুমুখী। তাই গানের রেশ শিষ্য পরম্পরায় থেকে যায়। পরিনত শিষ্য তার নিজের স্টাইলে গানের ভুবনে জায়গা করে নেয়। বন্যা সেই দূর্লভ প্রতিষ্ঠিত শিষ্যা।

তিনি গাইলেন 'যদি জানতে চাও আমার কিসের ব্যাথা'। গানটির আবেগ শ্রোতাদের মনে এমন ভাবে পৌছেদিলেন যা খুব সহজে ভোলবার নয়। মাঝবিরতির আগে গাইলেন 'প্রোমদে ঢালিয়া দিনু মন'। গানটি আমাদের পরিচিত সুরে নয়। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যে রস সৃষ্টি হলো তা মনে রাখার মতো। বন্যার জাত চেনা গেল।

প্রতীতি এমন একটি দল তা'রা শুধু অনুষ্ঠান করার জন্যই অনুষ্ঠান করেন না। রবীন্দ্রনাথের গানকে নানা দিক থেকে জেনে নিতে, বুঝে নিতে এবং সেই কৌতুহলটি সঞ্চারিত করতে চায় দর্শক শ্রোতাদেও মধ্যে। হলে প্রবেশ করে মঞ্চের দিকে তাকিয়েই একটা সুন্দর অনুভূতি জাগলো। তূর্যকে মঞ্চসজ্জার জন্য ধন্যবাদ। সিরাজুস সালেকিনের গম্‌গমে গলায় প্রানবন্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটিকে সঠিক মর্য্যাদায় নিয়েগেছে।

বিরতির সময় বিরীয়ানির লাইনে দাড়িয়ে দেখলাম অনেকেই গুনগুন করে গাইছে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'। বোঝাগেল গানের সুরে সবাই তখনও নিমজ্জিত।

বিরতির পর রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা গাইলেন শ্রোতাদের পছন্দের গান। 'তোমার খোলা হাওয়ায়', 'মেঘ বলেছে যাব যাব', 'প্রান চায় চক্ষু না চায়'। এসব গান শুনে মনে হলো বন্যার শুধু গানের সুর আর তালেই নয়, কাব্যের প্রতিও তা'র কতখানি মনোযোগ। সুন্দর তা'র উচ্চারন ও যতিবিন্যাস।

তিনি গাইলেন ‘সকাতরে ঔ কাঁদিছে সকলে’। গানটির ছন্দময়তা এমন ভাবে ঘটালেন তাতে সহজেই বোঝা গেল তিনি শুধু আমাদেরই আনন্দ দিচ্ছেন না, তা’র শরীর ও মন সেই আনন্দ উপভোগ করছে। হলের বড় ভিডিও স্ক্রিনে শিল্পীর তাজা অভিব্যাক্তি আমরাও দেখলাম।

দেশ থেকে তবলায় এসেছিলেন বিমল হালদার, বাঁশীতে মতিউর রহমান। দুজনেই অনবদ্য। তবে বাঁশীতে মতিউর রহমান সম্পর্কে বলতে হয় তিনি অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আমাদের লোকাল যন্ত্রশিল্পীরাও নিজেদের যোগ্যতা প্রমান করেছেন। জাহিদ হাসান গিটারে, সাইফ ছিল কীবোর্ডে, মন্দিরায় সাজাহান বৈতালীক।

ধ্বনি প্রক্ষেপনের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুস সালেকিন। শ্রুতিমধুর গানের সাথে যন্ত্র সহোযোগীদের কোন বোঝাপড়ার অভাব কানে বাজেনি। আলোক নিয়ন্ত্রনে শাহিন শাহানেওয়াজ আলোতে গানের মেজাজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

শেষে বলবো, অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল ‘তোমায় গান শুনাবো’ আমার মনে হয়েছে শিরোনাম হওয়া উচিতছিল ‘তোমাদের প্রান ভরাবো’। গান শুনে আমাদের প্রান ভরেছে। বন্যার শেষ গানটি ছিল বর্ষার ‘এমন দিনে তা’রে বলা যায়’। কী বলা যায় তা রবীন্দ্রনাথও বলে যাননি। তবে বন্যার এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের দিনটিকে আমরা বলবো ‘অতুলনীয়’।
সেদিন অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের পক্ষে দিনটি ভুলে যাওয়া সম্ভব হবেনা।

ashisbablu@yahoo.com.au